শ্রাবণ সংখ্যা

আইনবার্তা

ব্লাস্টের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

জানুয়ারি - মার্চ ২০২৫

blast
ব্লাস্ট

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট

শ্রাবণ সংখ্যা, ১৪৩১

আইনবার্তা

ব্লাস্টের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

জানুয়ারি - মার্চ ২০২৫

সম্পাদকমণ্ডলী
মাহবুবা আক্তার।
শিহাব আহমেদ সিরাজী

সার্বিক সহায়তায়
ফারজানা ফাতেমা। মনীষা বিশ্বাস।
মোহাম্মদ আহসানুজ্জামান অনিক।
শাহরিয়ার হোসেন নাসিম

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মুশফিকুর রহমান মারুফ

সূচী

সম্পাদকীয় ৩
সংস্কার পদক্ষেপ ও ব্লাস্ট সুপারিশ ৪
নারী অধিকার ১০
আইন সহায়তা ১৩
সাইবার সুরক্ষা ১৯

সম্পাদকীয়

আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। প্রান্তিক ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় আইন সহায়তা, আইন সংস্কারের দাবিতে এডভোকেসী ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনার পাশাপাশি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। এবারের 'আইন বার্তা'র "শ্রাবণ" সংখ্যায় ধর্ষণবিরোধী আইন, শ্রম আদালত সংস্কার, সাইবার নিরাপত্তা এবং প্রান্তিক মানুষের ন্যায্য অধিকার রক্ষায় ব্লাস্টের উদ্যোগ ও অর্জনের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রয়াসের মাধ্যমে আইনি ন্যায্যতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই আরও গতিশীল হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি।

ছবি: শাহরিয়ার হোসেন নাসিম

সংস্কার পদক্ষেপ ও ব্লাস্ট সুপারিশ ০১

শ্রম সংস্কারে ন্যায়বিচার ও অন্তর্ভুক্তির পথে: ব্লাস্টের প্রস্তাবনা ও কমিশনের প্রতিফলন

সৈয়দা সেঁজুতি মাহবুব

ব্লাস্ট ২০২৪ সালের ১৮ নভেম্বর গঠিত শ্রম সংস্কার কমিশনের উদ্দেশ্যে একটি বিস্তারিত সুপারিশমালা প্রণয়ন করে, যা ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে কমিশনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দেওয়া হয়। এই সুপারিশমালার মূল লক্ষ্য ছিল শ্রম বাজারে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক অধিকার সংরক্ষণ এবং সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা। ব্লাস্টের সুপারিশে আটটি মূল বিষয়বস্তুর মধ্যে শ্রম আদালতের কার্যকারিতা, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা, নারী অধিকার ও বৈষম্যহীনতা, ন্যায্য মজুরি, কাজের নিশ্চয়তা ও অন্তর্ভুক্তি, সংগঠনের অধিকার এবং শিশু ও জবরদস্তিমূলক শ্রমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্রম সংস্কার কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে ব্লাস্টের অনেকগুলো সুপারিশ প্রতিফলিত হয়েছে।

ছবি: আসিফ আহমেদ

শ্রম আদালত

ব্লাস্ট শ্রম আদালত ব্যবস্থার সংস্কারে বেশ কিছু সুপারিশ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি চালু, ভার্চুয়াল শুনানি ও ডিজিটাল নথিপত্র ব্যবস্থার ব্যবহার, নারী ও প্রতিবন্ধীবান্ধব অবকাঠামো গড়ে তোলা, শ্রম আদালতের সংখ্যা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, আইনি সহায়তা সেল ও প্যারালিগাল সেবা সম্প্রসারণ, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতিষ্ঠা, মামলার দীর্ঘসূত্রিতা কমানো এবং শ্রম

আইন সংশোধন করে সময়সীমা ও শাস্তির বিধান আরও কার্যকর করা। এসব পদক্ষেপের লক্ষ্য শ্রমিকদের দ্রুত, সাশ্রয়ী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং শ্রম আদালতকে আরও কার্যকর, আধুনিক ও মানবিক করে গড়ে তোলা।

নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ

ব্লাস্ট সুপারিশে শ্রমিকদের জন্য দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি, মালিক, ঠিকাদার ও ক্রেতাদের যৌথ দায়বদ্ধতা এবং দ্রুত ক্ষতিপূরণ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার কথা বলা হয়। এছাড়া আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-আইএলও'র স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সংক্রান্ত কনভেনশন (কনভেনশন নং ১৯০) কার্যকর করার দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনাতেও নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং দুর্ঘটনায় দ্রুত ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিষয়ে ব্লাস্ট ও কমিশনের সুপারিশ পরস্পরকে সমর্থন করছে।

সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ

ব্লাস্ট সুপারিশে দুর্যোগকালীন ও মহামারি পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের সামাজিক-আর্থিক সুরক্ষা ও পুনর্বাসন, স্বাস্থ্যসেবা, যাতায়াত সুবিধা এবং অবসরকালীন পেনশনসহ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছিল। শ্রম সংস্কার কমিশনও এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে স্বাস্থ্যসেবা, মাতৃত্বকালীন সহায়তা এবং পেনশন সুবিধা সম্প্রসারণের সুপারিশ করে। তবে দুর্যোগকালীন সুরক্ষা বিষয়ক কিছু নির্দিষ্ট প্রস্তাব কমিশনের প্রতিবেদনে সরাসরি প্রতিফলিত হয়নি।

নারী অধিকার, সমতা ও বৈষম্যহীনতা

ব্লাস্টের প্রস্তাবনায় মাতৃত্বকালীন ছুটি ২৪ সপ্তাহে বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কমিটি গঠন, নিরাপদ যাতায়াত এবং শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের দাবি করা হয়। এছাড়া রাত্রিকালীন কাজের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধান ও নিরাপদ আবাসনের কথা বলা হয়। শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা ও কল্যাণের বিষয়টি বিশদভাবে উঠে এসেছে যেখানে মাতৃত্বকালীন ছুটি ২৪ সপ্তাহে বৃদ্ধির প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এছাড়াও পিতৃত্বকালীন ছুটির বিষয়টিও কমিশনের প্রস্তাবে উঠে এসেছে।

ন্যায্য মজুরি ও ভাগ

ব্লাস্ট জাতীয় ও খাতভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, তিন বছর পর্যালোচনা এবং মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয়ের প্রস্তাব দেয়। শ্রম সংস্কার কমিশনও সম্মানজনক জীবনযাত্রার জন্য মজুরি পুনর্বিবেচনা এবং মজুরি কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে। এ বিষয়ে থেকে দুই পক্ষের পরামর্শের মধ্যে সুস্পষ্ট সামঞ্জস্য দেখা যায়।

কাজের অধিকার, সুযোগ ও অন্তর্ভুক্তি

ব্লাস্ট শ্রমিকের সংজ্ঞা সম্প্রসারণ, সকল শ্রমিককে নিয়োগপত্র, আইডি কার্ড এবং সার্ভিস বুক প্রদানের বাধ্যবাধকতা আর ঠিকাদার ভিত্তিক স্থায়ী পদে নিয়োগ নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব দেয়। শ্রম সংস্কার কমিশনও সকল শ্রেণির শ্রমিকের জন্য নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র নিশ্চিতকরণ এবং কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সুপারিশ করে। প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়টিও উভয়ের প্রস্তাবে রয়েছে।

সংগঠন অধিকার ও যৌথ দরকষাকষি

ব্লাস্ট শ্রমিকদের সংগঠন তৈরির স্বাধীনতা, শ্রমিক সংখ্যা নির্বিশেষে ইউনিয়ন করার অধিকার এবং মিথ্যা মামলা রোধসহ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের শ্রম অধিকার নিশ্চিত করার প্রস্তাব সুপারিশমালায় উল্লেখ করে। শ্রম সংস্কার কমিশনও শ্রমিক সংগঠন ও যৌথ দরকষাকষির স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে এবং আইনি প্রতিকার প্রদানে গুরুত্ব আরোপ করেছে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, শ্রম আদালত, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা, ন্যায্য মজুরি, কাজের অধিকার এবং সংগঠন অধিকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে ব্লাস্ট ও শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের মধ্যে সুস্পষ্ট সামঞ্জস্যতা রয়েছে। এই সুপারিশগুলি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ ও কর্মপরিবেশ উন্নয়নে বড় ধরনের অগ্রগতি আসবে এবং শ্রম বাজার আরও ন্যায়সঙ্গত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনে ব্লাস্টের সুপারিশমালা পেশ

মাহিয়া রহমান

জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতা আন্দোলনের অন্যতম কারণ ছিল আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের কাছে জনগণের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিস্তর পার্থক্য। এই বাস্তবতায় ৩ অক্টোবর ২০২৪ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ৮ সদস্য বিশিষ্ট বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন গঠন করে এবং বিচার বিভাগকে 'স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর' করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব করার দায়িত্ব অর্পণ করে। আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্লাস্ট বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা পেশ করে; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সুপারিশমালা কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে। এই সুপারিশগুলো বিচার ব্যবস্থার স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ব্লাস্টের সুপারিশ এবং কমিশনের প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে তুলে ধরা হল:

প্রথমত, বিচারপ্রাপ্তি সহজীকরণের উদ্দেশ্যে ব্লাস্ট আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০ এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে আদালতে অনলাইন বা ভার্চুয়াল শুনানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করার সুপারিশ করে। বিশেষত, নারী, শিশু, শ্রমিক এবং প্রান্তিক পর্যায়ের বিচারপ্রার্থীদের সুবিধার্থে সকল আদালতে সম্পূর্ণ বিচারিক প্রক্রিয়াতে (যথা: মামলা দায়ের, নথিপত্র জমা দেওয়া, সমন জারি, শুনানি এবং শুনানির সময়সূচী প্রদর্শন) তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনা করার প্রস্তাব করে। এ প্রক্রিয়া প্রান্তিক পর্যায়ের বিচারপ্রার্থী বিশেষতঃ নারী ও প্রতিবন্ধী বিচার প্রার্থীদের দুর্ভোগ লাঘবে এবং দ্রুত মামলা নিষ্পত্তিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে এ সুপারিশ পূর্ণ ও বিস্তারিতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ব্লাস্ট, ভয়ভীতি, হুমকি বা প্রতিশোধ হতে ভুক্তভোগী এবং সাক্ষীদের সুরক্ষার লক্ষ্যে খসড়া ভুক্তভোগী এবং সাক্ষী সুরক্ষা আইনের আলোকে এ বিষয়ক কার্যকরী একটি আইন দ্রুত প্রণয়ন করার প্রস্তাব করে। এ প্রস্তাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিচার সংস্কার কমিশন সুপারিশ করে যে, ভুক্তভোগী, সাক্ষী ও তাদের পরিবারের সদস্য ও সম্পত্তির সুরক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং সাক্ষীদের যাতায়াত বাবদ ভাতা প্রদান

করতে হবে।

তৃতীয়ত, ব্লাস্ট বিচার বিভাগে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি জোরদার করার সুপারিশ করে। মূলত, সালিশ/ মীমাংসা যোগ্য সকল দেওয়ানী/পারিবারিক/ফৌজদারি/ শ্রম বিষয়ক মামলায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতির ব্যবহার/প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয়। এছাড়া, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পরিষেবা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণের সুপারিশ করা হয়। এই পদ্ধতি

ছবি: মুশফিকুর রহমান মারুফ

মামলার জটিলতা কমাতে এবং দ্রুত নিষ্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কমিশন এই সুপারিশ আমলে নেয় এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকে আইনি কাঠামোর মধ্যে আরও কার্যকর করার পরামর্শ দেয়। এটি বিচার ব্যবস্থায় দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্লাস্টের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চতুর্থত, সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বিচার বিভাগকে সুগম্য করার লক্ষ্যে ব্লাস্ট সকল আদালত প্রাঙ্গ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা (লিফট/ র‍্যাম্প) ও আদালত কক্ষে অনুকূল ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং বহুতল বিশিষ্ট আদালত ভবনসমূহে পর্যাপ্ত লিফট এবং লিফটম্যানের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে। এছাড়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে অনতিবিলম্বে পারিবারিক আদালত (Family Courts) প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্লাস্ট আহ্বান করে। সংস্কার কমিশন এই সুপারিশমালার সাথে সম্মতি রেখে প্রতিবেদনে তা তুলে ধরে। পঞ্চমত, বিচারাঙ্গনকে নারী বান্ধব করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে ব্লাস্ট আদালত কক্ষ এবং প্রাঙ্গণে নারীদের জন্য পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা, আদালতের প্রতিটি ভবনে পৃথক স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ শৌচাগার নিশ্চিত করা, নিরাপদ মাতৃদুগ্ধ পানকেন্দ্র স্থাপন, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা এবং একইসাথে ন্যায়কুঞ্জের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সংস্কার

কমিশন বরাবর সুপারিশ করে। উল্লেখিত সুপারিশসমূহ কমিশনের প্রতিবেদনে পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়াও, ব্লাস্ট নিম্ন ও উচ্চ আদালতের বার্ষিক ছুটির সময়কাল হ্রাসের প্রস্তাব করেছে, যা মামলা নিষ্পত্তির গতি বাড়াতে সাহায্য করবে। প্রতিফলন হিসেবে, কমিশনের প্রতিবেদনে বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি লাঘবের জন্য বিচারকদের ছুটি ও অন্যান্য কারণে কার্যক্রম বন্ধের প্রতিকারের উল্লেখ রয়েছে, যা এই সুপারিশের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্লাস্ট প্রস্তাবিত সুপারিশমালায় শুধুমাত্র সমাধানযোগ্য মামলায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) প্রয়োগ এবং অ-সমাধানযোগ্য মামলায় এর অপব্যবহার রোধে অনুশীলন নির্দেশিকা (practice direction) জারির উল্লেখ করা হয়েছে। কমিশনের প্রতিবেদনে মামলা পূর্ব ও পরবর্তী মধ্যস্থতার জন্য বিধিমালা প্রণয়নের উল্লেখ রয়েছে, যা উক্ত সুপারিশের সাথে সরাসরি মিলে যায়। একইসাথে, ব্লাস্ট সকল আদালতে প্যারালিগ্যাল, প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত ফ্রন্ট ডেস্ক স্থাপনের সুপারিশ প্রদান করেছে, যা কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখিত ‘তথ্য ডেস্ক’ স্থাপনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। পাশাপাশি, বিচারকদের কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণের জন্য স্বাধীন তদারকি ব্যবস্থা এবং কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের জন্য ডিজিটাল ট্র্যাকিং সিস্টেম, কমিশনের প্রতিবেদনের অভিযোগ বাক্স, ই-মেইল এবং তদন্ত কমিটি গঠনের উল্লেখ রয়েছে, যা এই সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে ব্লাস্টের প্রস্তাবনার ইতিবাচক প্রতিফলন বিচার বিভাগ সংস্কার প্রক্রিয়ার বাস্তবায়নে আশার আলো জাগায়। আমরা প্রত্যাশা করছি যে, উপস্থাপিত সুপারিশসমূহ বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা, কার্যকারিতা ও নাগরিকদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) পেশকৃত সুপারিশমালা কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে

মাহিয়া রহমান

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম ন্যায়বিচার, অধিকার সুরক্ষা এবং আইনের শাসনের ভিত্তি। ফলস্বরূপ, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনে সুপারিশমালা পেশ করে ব্লাস্ট। এই সুপারিশমালায় ব্লাস্ট গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রনয়ণ করে। সুপারিশমালা তৈরিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলসহ ব্লাস্টের প্যানেল আইনজীবী, স্থানীয় সমাজভিত্তিক সংগঠন, মানবাধিকার কর্মী, ঢাকাস্থ আইন-বিষয়ক সাংবাদিক এবং বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে। এছাড়া, ব্লাস্ট ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে গণমাধ্যম কমিশন আয়োজিত নাগরিক সংগঠনের সাথে এক পরামর্শ সভায়ও অংশগ্রহণ করে। আশার কথা হলো ব্লাস্ট কর্তৃক পেশকৃত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা গণমাধ্যম কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদনেও প্রতিফলিত হয়েছে।

ব্লাস্ট গণমাধ্যমের উপর বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা এবং সেন্সরশিপ সংক্রান্ত আইনগুলো সংশোধন করার জন্য সুপারিশ প্রদান করে। বিশেষ করে, সাইবার সংক্রান্ত আইনের কিছু ধারা, যা সাংবাদিকদের হয়রানি ও ভয় দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছিল, তা বাতিল বা

সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই সুপারিশ কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে গৃহীত হয়েছে, এবং প্রতিবেদনে এমন আইন প্রণয়নের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যা গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখতে সাহায্য করে এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ এবং নৈতিক সাংবাদিকতার মান বৃদ্ধির জন্য একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গঠন করার প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে কমিশনের সুপারিশে সাংবাদিকদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং নৈতিক নির্দেশিকা প্রণয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে যা গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং জনগণের প্রতি সংবাদমাধ্যমের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এছাড়াও ব্লাস্ট তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে শক্তিশালী করার জন্য সুপারিশ প্রদান করে, যাতে জনগণ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে স্বচ্ছ তথ্য পায়। কমিশনের প্রতিবেদনে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।

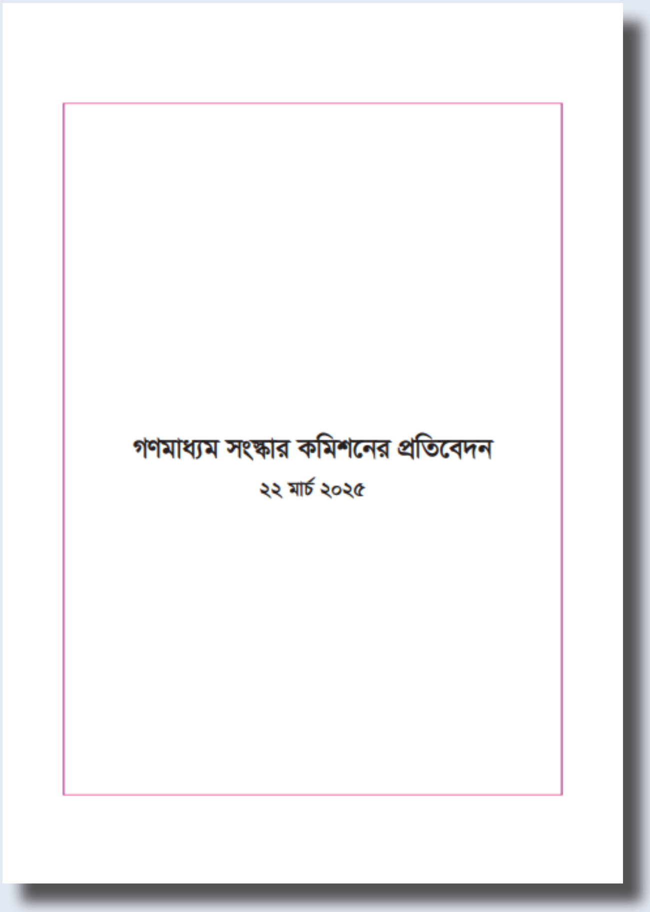
গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন
২২ মার্চ ২০২৫

দীর্ঘদিন ধরে নারী ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সংবাদমাধ্যমে উক্ত গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর জন্য গণমাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক কণ্ঠস্বর প্রচারের সুপারিশ করেছিল। এই সুপারিশও প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে, যেখানে গণমাধ্যমে নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও ব্লাস্ট সুপারিশ করেছিল যে স্থানীয় এবং আঞ্চলিক গণমাধ্যমের জন্য বিশেষ তহবিল এবং সহায়তা প্রদান করা হোক, যাতে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এবং স্থানীয় সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারে। কমিশনের প্রতিবেদনে এই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এবং স্থানীয় গণমাধ্যমকে শক্তিশালী করার জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রস্তাব করা হয়েছে। ব্লাস্ট গণমাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য একটি নির্দিষ্ট কাঠামো প্রণয়নেরও সুপারিশ প্রদান করে। কমিশনের প্রতিবেদনেও সাংবাদিক ও মিডিয়া কর্মীদের জন্য ন্যায্য মজুরি এবং কর্মপরিবেশের উন্নতির জন্য নীতিমালার উল্লেখ আমরা দেখতে পায়।

উল্লেখিত এই সুপারিশমালা ব্লাস্টের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রতি অঙ্গীকারের ফল। ব্লাস্ট আশা করে যে, কমিশনের প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত সুপারিশমালা বাংলাদেশের গণমাধ্যম খাতে সংস্কারের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ রাখবে এবং সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তা এবং অধিকার নিশ্চিতে সচেষ্ট হবে।

ধর্ষণবিরোধী আইন সংস্কারে বাস্তবতা ও ন্যায়বিচারের সম্মিলিত দাবি

আয়েশা আক্তার এবং সাদিয়া রহমান দিনা

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সদস্য, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং নারী অধিকার-কর্মীর উপস্থিতিতে গত ১৯ মার্চ ২০২৫ তারিখে ঢাকার প্রেস ক্লাবে ধর্ষণ আইন সংস্কার জোটের পক্ষে জোটের সচিবালয় ব্লাস্ট "ধর্ষণ ও নির্যাতন: আইনগত সুরক্ষায় করণীয়" বিষয়ক মতবিনিময় সভার আয়োজন প্রয়োজনীয়তা এবং শাস্তির নির্দেশনায় স্পষ্টতা আনার প্রস্তাব উঠে আসে ।

মতবিনিময় সভায় জোটের পক্ষ থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে- ধর্ষণের সংজ্ঞায় সকল ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা, 'পেনিট্রেশন' শব্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান, কোন সংবাদমাধ্যমে বা অনলাইনে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুক্তভোগী, ঝুঁকিপূর্ণ সাক্ষী বা অভিযুক্তদের পরিচয়, বা পরিচয়সংক্রান্ত কোন তথ্য, ছবি ও ভিডিও প্রকাশ নিষিদ্ধ করা, এবং ধর্ষণ অপরাধে ভুক্তভোগী ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষতিপূরণ তহবিল গঠন করার বিষয়ে সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়।

ছবি: মুশফিকুর রহমান মারুফ

করেন। উক্ত আলোচনায় সম্প্রতি সংশোধিত "নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অধ্যাদেশ, ২০২৫"-এ ধর্ষণ মামলার কার্যকর নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিচার বিভাগ, মানবাধিকার কর্মী এবং আইনজীবীদের সমন্বয়ের

এছাড়া, ডিএনএ পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেশীয় ফরেনসিক অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগত দুর্বলতার বিষয়েও আলোচনা করেন বক্তারা। আইন প্রয়োগে বিলম্ব এবং সাক্ষী ও ভুক্তভোগীদের নিরাপত্তা

নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া আরও জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন অনেকে। এ ছাড়া, ধর্ষণের শিকার ভুক্তভোগীদের পুনর্বাসন এবং কল্যাণার্থে রাষ্ট্রীয় ক্ষতিপূরণ তহবিল গঠন এবং সামাজিক সালিশের মাধ্যমে বিচারবহির্ভূত নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার বিষয়ে জোর দেন বক্তারা।

বক্তারা আরও বলেন, বিচারক, পুলিশ ও আইনজীবীদের সমন্বিত কার্যক্রম ও দক্ষ তদন্ত নিশ্চিত না হলে এ আইনের কার্যকারিতা কমে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। একইসাথে, সংস্কৃতিগত পরিবর্তন, সম্মতির সংজ্ঞা এবং বাস্তবভিত্তিক আইন প্রয়োগের জন্য আইন প্রণয়নে অংশীজনদের মতামত নেওয়া জরুরী বলে মত দেন তারা।

উল্লেখ্য উক্ত সভায় এডভোকেট আয়েশা আক্তার, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও RLRC-এর কো-ফোকাল এবং ব্লাস্ট-এর লিগ্যাল স্পেশালিস্ট, এবং ফাহাদ বিন সিদ্দিক, সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা, ব্লাস্ট— তারা RLRC-এর পক্ষ থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়ায় ধর্ষণের সংজ্ঞায় সকল ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্তকরণ, যৌন সম্মতির বয়স নির্ধারণ, ধর্ষণ অপরাধের মাত্রা অনুসারে অর্থদন্ড নির্ধারনসহ বিভিন্ন প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। উক্ত তারিখে এই ধর্ষণ আইন সংস্কার জোটের পক্ষ থেকে প্রস্তাবনা আইন মন্ত্রনালয়ের কাছে জমা দেওয়া হয়। উক্ত প্রস্তাবনায় কিছু সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে ১৯ মার্চ তারিখে আইন মন্ত্রনালয় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ গৃহীত হয়।

ধর্ষণ আইন সংস্কার জোটের (RLRC) দশ দফা দাবি" -তে রিক্সা র‍্যালি ও সচেতনতা সভা আয়োজন

ফারজানা ফাতেমা

ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট (Rape Law Reform Coalition-RLRC) এর দশ দফা দাবিসমুহ প্রচারে ও সচেতনতা তৈরীতে কোয়ালিশনের সচিবালয় ব্লাস্ট কর্তৃক জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে রিক্সা র‍্যালি ও সচেতনতা সভার আয়োজন করা হয়। গত ০৪ মার্চ ২০২৫ তারিখ ফরিদপুর শহরের প্রধান এলাকাগুলোতে দশটি মূল দাবি সম্বলিত ফেস্টুন প্রদর্শন ও রিক্সা র‍্যালি করা হয়। পরবর্তীতে, হোটেল বেল পিয়াতোতে একটি সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে "ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট (Rape Law Reform Coalition-RLRC) এর

ছবি: শাহরিয়ার হোসেন নাসিম

ছবি: শাহরিয়ার হোসেন নাসিম

সদস্য উই ক্যান (WE CAN), ব্র্যাক (BRAC), নারীপক্ষ (Naripokkho) এবং বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি (Bangladesh National Women Lawyers' Association) -এর প্রতিনিধিসহ আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী এবং অন্যান্য নারী অধিকার কর্মী অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় ধর্ষণ আইনের বিদ্যমান দুর্বলতা এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা ভিকটিমদের সহায়তা, আইনি প্রক্রিয়া এবং প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলে ধরেন এবং আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য কিছু কৌশলগত সুপারিশ প্রদান করেন।

পাশাপাশি ৮ মার্চ ২০২৫ -আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ঢাকার করাইলে ও ২১ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে ব্লাস্ট আইনী সেবা সপ্তাহ, ২০২৫ উপলক্ষ্যে মিরপুরের বাউনিয়াবাদ এলাকায় রিক্সা র‍্যালীর এবং করাইলের এরশাদ নগর মাঠে ও মিরপুরের বাউনিয়াবাদ বি ব্লকের আনন্দ নিকেতন মডেল স্কুলে সচেতনতা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ব্লাস্টের সেফ প্লাস প্রকল্পের কিশোর কিশোরী দলের সদস্য ও কমিউনিটির প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

ছবি: শাহরিয়ার হোসেন নাসিম

জীবন পরিবর্তনের পথে ব্লাস্ট: ব্লাস্টের আইনি সহায়তা সেবার পর্যালোচনা

তানজিন তামান্না

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) দীর্ঘদিন ধরে দেশের প্রান্তিক, দরিদ্র ও ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করে আসছে। এই সহায়তার পরিপ্রেক্ষিতে উপকারভোগীদের জীবনে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে, তা জানার জন্য ব্লাস্টের MEAL (Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning) বিভাগ প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময় পরপর ব্লাস্টের ইউনিটসমূহ ভিজিট করে থাকে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত, ব্লাস্টের চারটি ইউনিট অফিস— কুমিল্লা, যশোর, কুষ্টিয়া ও রংপুর—থেকে র‍্যান্ডম স্যাম্পলিং পদ্ধতিতে মোট ৬৩ জন উপকারভোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ৩৮ জন সালিস সেবা এবং ২৫ জন মামলা সংক্রান্ত সেবার উপকারভোগী ছিলেন। এই তথ্য সংগ্রহের পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে, KOBO Toolbox ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হয়। সাক্ষাৎকারপ্রাপ্তদের ৯২% পূর্বে অন্য উৎসে আইনি সহায়তা খুঁজেছেন, কিন্তু সফল হননি। প্রধান ব্যর্থতার কারণ ছিল—প্রতিপক্ষের অনুপস্থিতি, সমঝোতার পর শর্ত লঙ্ঘন, এবং স্থানীয় ক্ষমতাবানদের পক্ষপাতিত্ব। প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে আইনী সহায়তার জন্য-

* ৫৯% ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা মেম্বারের কাছে গিয়েছিলেন,
* ২১% স্থানীয় মাতব্বরদের কাছে,
* ১০% পৌর মেয়র বা কমিশনারের কাছে,
* বাকি ১০% আত্মীয় বা ব্যক্তিগত আইনজীবীর সহায়তা নিয়েছিলেন।

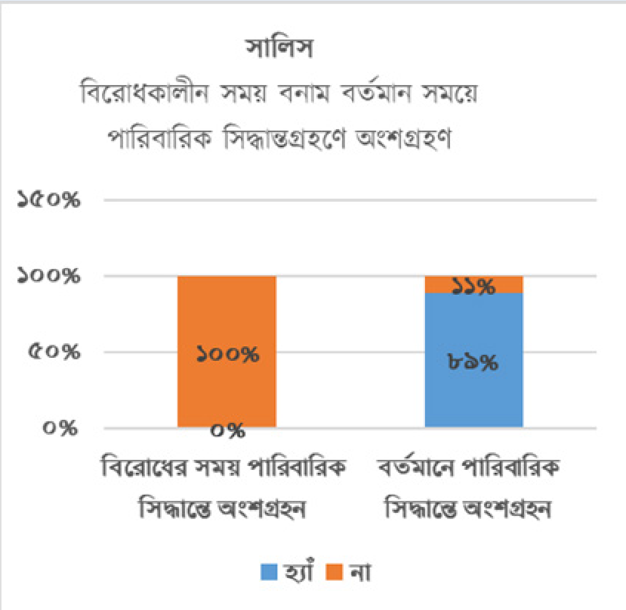

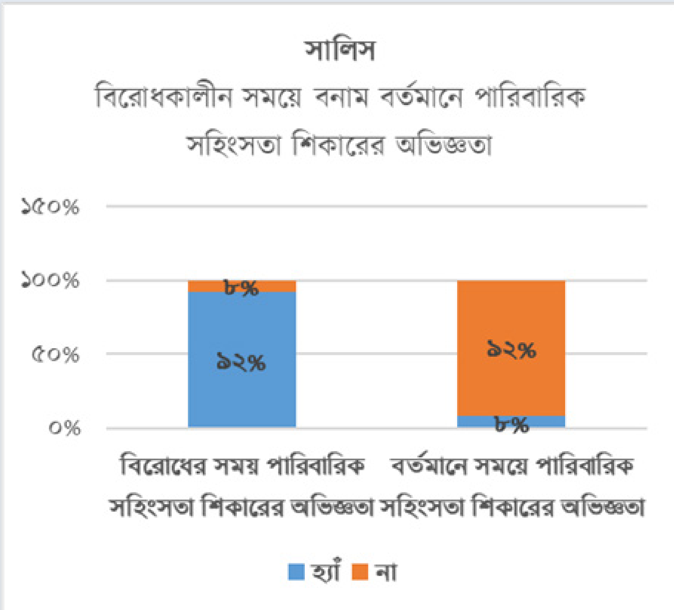

এই প্রাথমিক চেষ্টাগুলো ব্যর্থ হওয়ার পর তারা ব্লাস্টে আসেন।

সালিস সেবার প্রভাব বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এটি উপকারভোগীদের জীবনে অত্যন্ত ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সালিস সেবা গ্রহণকারী ৮৯% উপকারভোগী তাদের পারিবারিক সিদ্ধান্তে আরো বেশি অংশগ্রহণ করতে পারছেন, এবং ৯২% বলছেন যে পারিবারিক সহিংসতা কমে গেছে। অনেকেই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং সামাজিক অপমান থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা জানিয়েছেন। কিছু ব্যক্তি আবার দাম্পত্য জীবনে ফিরে যাওয়া, দেনমোহর এবং সন্তান ভরণপোষণ পাওয়া, এবং দ্বিতীয় বিয়ে করার কথাও উল্লেখ করেছেন।

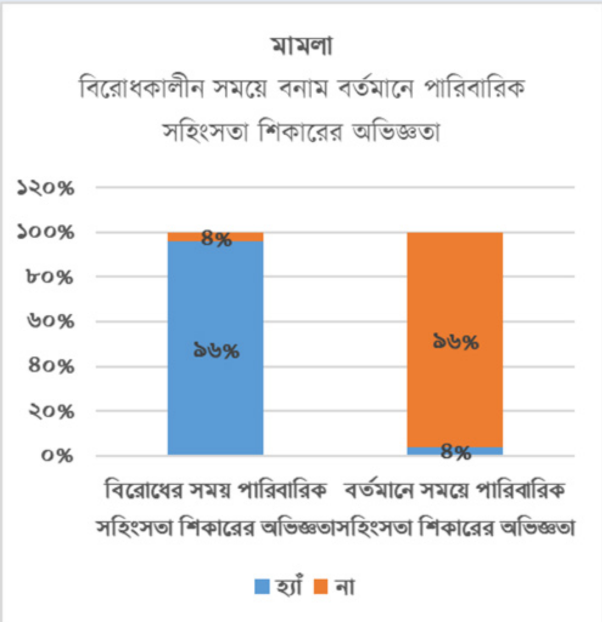

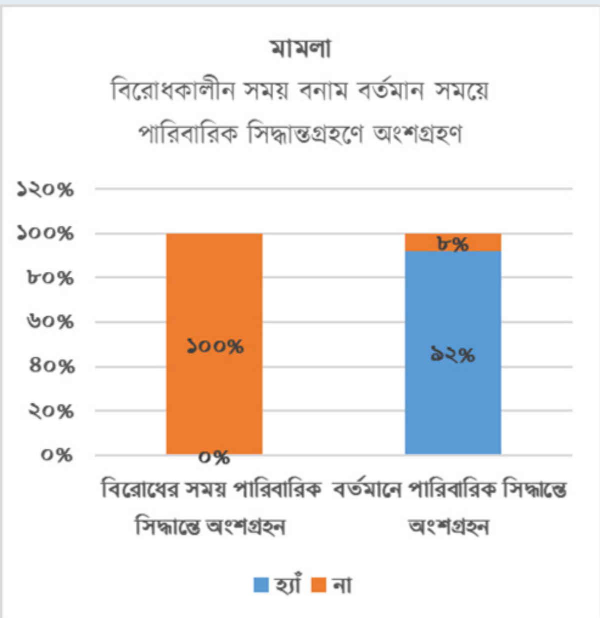

ব্লাস্টের মামলা সংক্রান্ত সেবার ক্ষেত্রেও উপকারভোগীরা উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক প্রভাবের কথা জানিয়েছেন। মামলার উপকারভোগীরা এখন পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারছেন এবং সহিংসতা থেকে মুক্ত হয়ে নিরাপদ বোধ করছেন। বিশেষভাবে, ৯৬% উপকারভোগী বলেছেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশই বিরোধকালীন পারিবারিক সহিংসতার শিকার ছিলেন, কিন্তু ব্লাস্টের সেবা গ্রহণের পর এটি ৪% এ নেমে এসেছে। একইভাবে, ৯২% বলছেন যে এখন তারা পরিবারের একজন প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, যা পূর্বের পরিস্থিতির থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত।

এই তিন মাসের পর্যালোচনার ফলাফল পরিষ্কার—ব্লাস্টের সালিস ও মামলা সেবা শুধু আইনি সমাধান নয়, এটি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে টেকসই পরিবর্তন এনেছে। সহিংসতা হ্রাস, সামাজিক মর্যাদা পুনরুদ্ধার এবং সিদ্ধান্তে সক্রিয় অংশগ্রহণ—সবকিছু মিলিয়ে ব্লাস্টের সেবা বাস্তব জীবনের জন্য একটি কার্যকর এবং বিশ্বাসযোগ্য সমাধান প্রমাণিত হয়েছে।

সালিশের মাধ্যমে একজন মায়ের আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠা

ইসমত জেবা মিশেল

গল্পটা সেইসব নীরব সংগ্রামী মায়েদের একজনের, যিনি সমাজের নানান প্রতিকূলতা পেরিয়ে কেবল চেয়েছিলেন নিজের সন্তানের একটু সান্নিধ্য আর ন্যায্য অধিকার।

মাদারীপুর জেলার এক প্রান্তিক এলাকা। এক বৃদ্ধা মা। জীবনের অধিকাংশ সময় পার করেছেন সংগ্রামে।স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করার পর তিন সন্তানকে একাই মানুষ করেছেন রাজধানী ঢাকায় নিরলস পরিশ্রম করে। কষ্টের

দিনগুলোতে তিনি ছিলেন সন্তানদের একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র ভরসা। দুই কন্যার বিয়ে দিয়েছেন। যখন একমাত্র পুত্র সন্তান বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন থেকেই শুরু হয় পারিবারিক টানাপড়েন। বউ-শাশুড়ির মধ্যকার মনোমালিন্য ধীরে ধীরে ছেলের মনে অভিমান গেঁথে দেয়। একসময় ছেলে আলাদা হয়ে যান, সম্পর্কের দূরত্ব বাড়ে। এই দূরত্ব আর শুধু ভৌগোলিক নয়, ছিল আত্মিকও। এদিকে জন্ম নেয় ছেলের সন্তান কিন্তু অভিমান এতই প্রবল ছিল যে মা বার বার ছেলের সন্তানকে দেখতে চাইলেও সেই সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। কিডনিসহ নানান জটিল রোগে আক্রান্ত মা তখন কেবল ছেলের সান্নিধ্য নয়,তার নাতির মুখটাও একবার দেখতে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। কিন্তু অভিমানের দেয়াল এতই পুরু হয়ে গিয়েছিল যে, তা পেরিয়ে ছেলের মনজয় করা যেন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। শেষ বয়সে অসুস্থতার সময় সন্তান মায়ের চিকিৎসার হাল ধরবেন মায়ের সেই আশা পূরণও অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। অসুস্থ মায়ের পক্ষে রোগাক্রান্ত অবস্থায় নিয়মিত কাজ করে নিজের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করতে না পেরে মা অসহায় ও মানবেতর জীবনযাপন করছিলেন।

শেষপর্যন্ত, এই অসহায় মা বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)-এর দারস্থ হন। তিনি পিতামাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩- এর আলোকে তার ছেলের কাছে নিজের ভরণপোষণ বুঝে পাওয়ার জন্য ব্লাস্টে আবেদন করেন। ব্লাস্টের পক্ষ থেকে ছেলেকে সালিশ বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার জন্য চিঠি প্রেরণ করা হয়। সালিশের জন্য ধার্য প্রথম তারিখে মা উপস্থিত থাকলেও ছেলে উপস্থিত হননি। তার দুই বোনের মাধ্যমে তার মাকে জানিয়েছেন মা যেন সেই আবেদন প্রত্যাহার করে নেন। পরবর্তীতে সংস্থা থেকে পুনরায় সালিশে উপস্থিত হওয়ার জন্য চিঠি প্রেরণ করা হয় এবং ব্লাস্ট-এর সিনিয়র মেডিটেশন অফিসার মুঠোফোনে ছেলের সঙ্গে কথা বলেন, বুঝিয়ে বলেন মায়ের বর্তমান অবস্থা এবং মাতার ভরণপোষণ সম্পর্কিত আইনি দিকগুলো। সব শুনে ছেলে আশ্বস্ত করেন তিনি পরবর্তী সালিশে বৈঠকে অংশ নেবেন।

অবশেষে, নির্ধারিত তারিখে মাকে সঙ্গে নিয়ে সেই সন্তান সালিশে আসেন। সালিশ কক্ষে দুই প্রজন্মের দুটি হৃদয়ের মুখোমুখি হওয়া কোনো বিচার নয়, বরং মেলবন্ধনের প্রয়াস। আলোচনা হয় আইনি দিক, পারিবারিক দায়িত্ব এবং ভেতরে লুকিয়ে থাকা আবেগ নিয়ে। সালিশে সন্তানকে বোঝানো হয় যে, এই আইন শুধু দায়িত্বের নয়, সম্পর্ক রক্ষারও হাতিয়ার। মায়ের দীর্ঘ নিঃসঙ্গতা,ভালোবাসার আকুতি এবং অসুস্থ শরীরের কথা শুনে ছেলে স্তব্ধ হয়ে পড়েন। শেষপর্যন্ত নিজেই বলেন, “ভুল করেছি, কিন্তু এখন থেকে মায়ের খরচ আমি যথাসাধ্য চালাবো। আর আমার সন্তান যেন তার দাদীর স্নেহ পায়, সেটাও আমি নিশ্চিত করবো”। তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছুদিন পর দেশের বাইরে যেতে পারলে মায়ের পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বৃদ্ধা মা জীবিকা নির্বাহের জন্য কিছু কাজ করেন বলে জানিয়েছেন তাই ছেলে সাধ্য অনুযায়ী মাকে যা দিতে চেয়েছেন এবং যোগাযোগ রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি শুনেই যেন শেষ হয় বৃদ্ধা মায়ের দীর্ঘ দিনের অভিমান ।এই গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আইন শুধু বিরোধের সমাধান নয়,সম্পর্ক রক্ষারও শক্ত ভিত্তি হতে পারে। ব্লাস্ট এভাবেই সালিশের মাধ্যমে আইনি অধিকার নিশ্চিত করে।

সালিশেই স্বস্তি: ব্লাস্টের সালিশ সেবা ও তার কার্যকারিতা

মনীষা বিশ্বাস

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭ (সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান) এবং অনুচ্ছেদ ৩১ (আইনের সুরক্ষা পাওয়ার) অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, মামলার অতিরিক্ত খরচ, দীর্ঘসূত্রতা ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে অনেক মানুষ, বিশেষ ভাবে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়ায় প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকেন । সেই প্রেক্ষাপটে, মানুষের আইনি অধিকার নিশ্চিত করতে, ১৯৯৩ সালে বার কাউন্সিলের একটি রেজোলিউশান অনুসারে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে আইন সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ব্লাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

আদালতে মামলার অধিক জট কমানোর উদ্দেশ্যে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (Alternative Dispute Resolution -ADR) মাধ্যমে আইনত আপোষযোগ্য বিরোধসমূহ নিষ্পত্তি একটি সময়োপযোগী ও কার্যকর সমাধান । যদিও স্থানীয় পর্যায়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ নিষ্পত্তিতে সালিশ পদ্ধতি চালু আছে, তবে এসকল সালিশের সালিশকারগণ সাধারণত পক্ষপাতিত্ব করে থাকেন এবং তাদের পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার কারনে নারীরা প্রায়শই অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। এর বিপরীতে, মাদারীপুর মডেলের মত কমিউনিটি-ভিত্তিক সালিশ পদ্ধতিগুলো কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ সফলতা অর্জন করেছে।

ছবি: মোঃ আহসানুজ্জামান

গত ৩০ বছরে ব্লাস্ট - পারিবারিক, জমি ও শ্রম সংক্রান্ত বিরোধে সালিশ সেবা সম্প্রসারিত করেছে এবং ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৬,০০০টিরও অধিক সালিশ নিষ্পত্তি করেছে। এই উদ্যোগগুলো বিরোধের দ্রুত সমাধান, পাওনা আদায় এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সহায়ক হয়েছে।

ব্লাস্ট আপোষযোগ্য বিষয়সমূহে প্রাথমিক ভাবে সালিশ

এর মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিয়ে থাকে। ব্লাস্টের সালিশের সেবা একটি গঠনমূলক, গোপনীয়, জেন্ডার সংবেদনশীল, নিরপেক্ষ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়া অনুসরন করে অনুষ্ঠিত হয় যা উপকারভোগীদের ক্ষমতায়ন করে।

সেবা গ্রহণকারীরা ব্লাস্টের আইনি সহায়তা সরাসরি বা হেল্পলাইনের মাধ্যমে নিতে পারেন। আইনগত পরামর্শের পাশাপাশি, আনুষ্ঠানিক আবেদন গ্রহণ করে উভয় পক্ষকে সালিশ বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ব্লাস্ট সালিশ কর্মকর্তা সরাসরি বা অনলাইনে নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্ব বজায় রেখে, আইনের আলকে উভয় পক্ষের উপস্থিতে, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে সহায়তা করেন। পুরো প্রক্রিয়াটি ব্লাস্টের অভ্যন্তরীণ কেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ারের মাধ্যমে মনিটরিং করা হয় ।

ব্লাস্টের সাফল্য কেবল মুখের কথা বা গল্পে সীমাবদ্ধ নয় - এটি তথ্যভিত্তিক এবং পরিমাপযোগ্য। সংস্থাটির Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning - MEAL টিম প্রতি বছর আগের বছরের নিষ্পত্তিকৃত সালিশের উপকারভোগীদের মাধ্যমে - Focused Group Discussion, Key Informant Interviews, In Depth Interviews এর মত ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে KoBo Toolbox, SPSS ও Excel-এ তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন উপস্থাপন করে থাকে। বিশেষ করে গত ২০১৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৭২৩ প্রতিক্রিয়ার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ৯৯.২% নারী উপকারভোগী সালিশ প্রক্রিয়ায় সন্তুষ্ট ছিলেন এবং নিজেকে মুক্তভাবে মত প্রকাশে সক্ষম মনে করেছেন। অনেকে দাম্পত্য জীবন পুনঃস্থাপন, আর্থিক পাওনা আদায় এবং নির্যাতন থেকে মুক্তি পেয়েছেন। বিরোধকালীন সময়ে মাত্র ৫% নারী পারিবারিক সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করতে পারতেন এবং ৮৮% পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন, তবে সালিশের পর এখন ৮৯% নারী পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারছেন এবং ৯০.৯% নারী পারিবারিক সহিংসতার শিকার আর হচ্ছেন না।

ব্লাস্টের সালিশ সেবা বিচারকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরেও মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে, আইনগত দক্ষতা ও কমিউনিটিভিত্তিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে একটি টেকসই ও ইতিবাচক পরিবর্তনের পথ তৈরি করছে।

***তথ্য সংগ্রহে সহায়তার জন্য ব্লাস্টের লিগ্যাল টিম এবং MEAL টিমকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

সাফল্যের গল্প: নিজের অধিকারে দৃঢ় এক “মা”

সামিমা নাসরিন সান্তা

দরিদ্র মানুষের জন্য বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে ব্লাস্ট যাত্রা শুরু করে। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত কাজ করছে এবং ২০২৪ সালে ১,৩৯৪টি সফল সালিশ-মীমাংসা সম্পন্ন করেছে।

কার্যক্রমের প্রভাব, উপকারভোগীদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এবং ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকারের বাস্তবতা পর্যবেক্ষণের জন্য ব্লাস্টের MEAL (Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning) বিভাগ নিয়মিত ইউনিট পরিদর্শন করে। ২০২৫ সালের ইউনিট ভিজিটে, ব্লাস্টের কর্মএলাকায় আমাদের সাক্ষাৎ হয় এক সাহসী নারীর সঙ্গে— রেহেনুমা আক্তার (ছদ্মনাম), একজন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। শুরু থেকেই এই শিক্ষিকার জীবন ছিল নানা চ্যালেঞ্জে ভরা।

অল্প বয়সে বিয়ে, মাতৃত্ব, এবং স্বামীর অবহেলা পেরিয়ে তিনি পড়াশোনা শেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা শুরু করেন। প্রথম স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে ও দায়িত্বহীনতায় তিনি তালাক নেন এবং মেয়েকে নিয়ে শুরু করেন সংগ্রামী এক নতুন জীবন। সমাজের প্রশ্নবাণ ও পারিবারিক চাপে ৩৪ বছর বয়সে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন কবির হোসেন তালুকদারকে। তবে বিয়ের আগেই স্পষ্ট জানিয়ে দেন—

ছবি: ইউনিট অফিস

চাকরি ছাড়বেন না এবং মেয়েও তার সাথেই থাকবে। কিন্তু বিয়ের পরেই বদলে যায় পরিস্থিতি। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ি চাপে ফেলেন চাকরি ছাড়তে ও মেয়েকে দূরে পাঠাতে। রেহেনুমার স্পষ্ট "না" এর প্রতিক্রিয়া আসে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের মাধ্যমে। এই সংকটে পাশে দাঁড়ান তার বাবা, যিনি তাকে নিয়ে আসেন ব্লাস্টের কর্মএলাকায় অবস্থিত ইউনিট অফিসে। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে, মাত্র চারটি সালিশি বৈঠকে দুই মাসের মধ্যেই ফিরে পান তার সম্মান ও অধিকার। ২,৪৫,০০০ টাকা দেনমোহর বুঝে নিয়ে তিনি সম্মানজনকভাবে খোলা তালাকের মাধ্যমে তালাকপ্রাপ্ত হন। রেহেনুমা আক্তার আবেগভরা কণ্ঠে বলেন – "আবেদনের দিন ল ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, টাকা কত দিতে হবে? তিনি বললেন – এখানে কোনো টাকা লাগে না! আমি তো জানতামই না, এভাবে এত সম্মান নিয়ে, হয়রানি ছাড়াই বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পাওয়া যায়। ব্লাস্ট আমাকে সাহস দিয়েছে। আমাকে আর আমার মেয়েকে সম্মানজনক সমাধান দিয়েছে।"

রেহেনুমা আক্তার এখন কেবল একজন মা নন, তিনি একজন অনুপ্রেরণা। এখন কেমন আছেন জানতে চাইলে বলেন –"সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলাম, কিন্তু সেখানে সুখ পাইনি। এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য – মেয়েকে ভালো মানুষ বানানো। চাকরির পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং শিখছি, কাজ করছি, যেন ওর ভবিষ্যৎ নিরাপদ হয়। আমি চাই সমাজের সব মেয়েই শিক্ষিত হোক – যেন তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।"

রেহেনুমা আক্তার দেখিয়েছেন, নিজের অধিকার নিয়ে লড়লে সম্মান ফিরে পাওয়া যায়। তার গল্প এখন অনেক নারীর জন্য অনুপ্রেরণা। ব্লাস্ট গর্বিত—এমন নারীদের পাশে থাকতে পেরে, যারা ন্যায় ও সম্মানের জন্য লড়ে যান।

প্রস্তাবিত সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ - প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহজ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বিশেষজ্ঞ ও জনমতের ভিত্তিতে অধ্যাদেশ প্রণয়নের আহবান

মনীষা বিশ্বাস

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহজ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বিশেষজ্ঞ ও জনমতের ভিত্তিতে অধ্যাদেশ প্রণয়নের আহ্বান জানিয়ে নাগরিকের পক্ষে Cyber Support for Women and Children-CSWC এর সচিবালয় এর পক্ষ থেকে গত ১২ জানুয়ারী ২০২৫ তারিখ বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেটিক্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইআইডি), সাইবার টিনস ফাউন্ডেশন এবং সেফটি নেট বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকায় "প্রস্তাবিত সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪" শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। খসড়া আইনটির বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা মূল্যায়ন এবং একে নারী, শিশু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার-বান্ধব হিসেবে প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের মতামত গ্রহণের জন্য এই সভার আয়োজন করা হয়েছে।উল্লেখ্য যে, পরবর্তীতে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ইং তারিখ একটি খসড়া প্রস্তাবনা ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন ও গণমাধ্যম বিষয়ক সংস্কার কমিশনে প্রদান হয়।

নতুন সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫ নিয়ে বিভিন্ন অধিকারকর্মী ও বিশেষজ্ঞরা মতামত দিয়েছেন যে, এতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখনো অস্পষ্ট থেকে গেছে। যেমন—"অশ্লীলতা", "পর্নোগ্রাফি", "সাইবার বুলিং", কিংবা "এআই" (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) কী বোঝায়, তা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। একইভাবে, কনটেন্ট ব্লক করার একচ্ছত্র ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সাইবার সুরক্ষা এজেন্সিকে , কিন্তু তার জন্য কোনো বিচারিক অনুমোদন

ছবি: আই আই ডি

বা স্বাধীন পর্যবেক্ষণের বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি। পুলিশ এবং প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তা এই প্রযুক্তিগত বিষয়ের বিষয়ে প্রশিক্ষিত না হওয়ায় এসব ক্ষমতার অপব্যবহারের ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। সাইবার ট্রাইব্যুনালে ভুক্তভোগীদের পক্ষে মামলা পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে আইনজীবীরা উল্লেখ করেন, পূর্বের সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর মতো, কোনো শিশু সাইবার অপরাধে অভিযুক্ত হলে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে তার বিচার হবে সে বিষয়ে কোন আলাদা বিধানের উল্লেখ করে না। যেহেতু এধরনের অভিযোগ শিশু আইন এবং সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশ উভয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার সুযোগ থাকার কারণে এটি আইনজীবীদের মধ্যে দ্বিধার সৃষ্টি করবে।

বিশেষজ্ঞরা আরও বলেন, যারা আগের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও সাইবার নিরাপত্তা আইনের কারণে হয়রানির শিকার হয়েছেন, তাদের ক্ষতিপূরণ ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোনো প্রস্তাব নতুন অধ্যাদেশে নেই। প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ইন্টারনেট সহজলভ্য করা, এবং নারী ও কিশোরদের সুরক্ষায় বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও উঠে এসেছে উক্ত সভায়। এছাড়াও আইনটি যেন সহজ ভাষায় হয়, যেন সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে, এবং যেন এটি বাস্তবিক অর্থেই সবার অধিকার রক্ষা করতে পারে। এজন্য অধ্যাদেশটি আরও পর্যালোচনা ও সংশোধনের প্রয়োজন।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ যেন মানবাধিকার সম্মত, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রযুক্তি-বান্ধব হয়, তা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। একটি নিরাপদ ও ন্যায়ভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে এই অধ্যাদেশে সংশোধন ও স্পষ্টতা অপরিহার্য।

ব্যক্তিগত তথ্য -সুরক্ষার পরিকাঠামো তৈরীর জন্য জোর দাবী জানিয়ে সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন এন্ড চিলড্রেন প্ল্যাটফর্ম এর নিরাপদ ইন্টারনেট দিবস উদযাপন

মো: হারিসুর রহমান

প্রতিবছর ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ বিশ্বব্যাপী ২০০টিরও বেশী দেশ একসঙ্গে উদযাপন করে নিরাপদ ইন্টারনেট দিবস। এবার এই দিবসের মূল লক্ষ্য হলো— সংশ্লিষ্ট সব অংশীদাররা এক হয়ে শিশু এবং যুবকদের জন্য ইন্টারনেটের এই বিশাল জগতকে নিরাপদ এবং কার্যকরী করে তোলা। এ বছর ২২ তম নিরাপদ ইন্টারনেট দিবস এর মূল প্রতিপ্রাদ্য বিষয় হলো— সবার জন্য ভালো ইন্টারনেট। দিবসটির মাধ্যমে সাইবার বুলিং, ডিজিটাল পরিচয় এবং অন্যান্য সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সংক্রান্ত বিভিন্ন সমসাময়িক সমস্যার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।।

তার পাশাপাশি, গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ নিরাপদ ইন্টারনেট দিবসে যে কোন যোগাযোগ মাধ্যমে নারী-শিশু সহ যেকোন ব্যক্তির হয়নারীমূলক তথ্য ও ভিডিও অপসারণ, প্রযুক্তি-উদ্ভুত যৌন ভিত্তিক সহিংসতা (Technology-facilitated gender-based-violence) অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ও কার্যকর আইনী ব্যবস্থা নেয়া এবং ব্যক্তিগত তথ্য -সুরক্ষার পরিকাঠামো তৈরীর জন্য জোর দাবী জানায় সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন এন্ড চিলড্রেন প্ল্যাটফর্তার পাশাপাশি নিরাপদ ইন্টারনেট দিবস প্রতিপালনে প্ল্যাটফর্ম এর পক্ষ হতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শহর ও প্রান্তিক পর্যায়ের তরুনদের সম্পৃক্ত করে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ৩ ফ্রেবুয়ারি ২০২৫ চটগ্রাম,

৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১২ মার্চ ২০২৫ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে সচেতনতামূলক সেমিনার এর আয়োজন করা হয়। সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের সাইবার নিরাপত্তা, বর্তমান আইনী কাঠামো ও সাইবার অপরাধের ভুক্তভোগী হলে প্রতিকারের উপায় নিয়ে কর্মশালারও আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশে এখনো কোনো ব্যক্তিগত তথ্য-সুরক্ষার কন্টেন্ট সাইবার হয়রানির (Harassment) হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এ ধরনের ঘটনাগুলো বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯ (চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্ স্বাধীনতা) ও ৪৩ (গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ) অনুচ্ছেদের সাথে সম্পূর্ণরূপে সাংঘর্ষিক। একইসাথে এটি সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৫ এর ধারা ২৫ (যৌন হয়রানি, ব্ল্যাকমেইলিং বা অশ্লীল বিষয়বস্তু প্রকাশ সংক্রান্ত

ছবি: আসিফ আহমেদ

পরিকাঠামো না থাকার কারণে, সাইবার হয়রানির মতো অপরাধে দোষীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। যার ফলে এখনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোন ধরনের নিয়ম না মেনে ভিডিও ও তথ্য প্রচার করা হয়। যা সাইবার বুলিং এর সামিল এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তার লংঘন। উল্লেখ্য যে, নারী ও শিশুকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তৈরী হতে থাকা বিভিন্ন আপত্তিকর এবং বিকৃত অপরাধ ও দন্ড) এবং দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ৫০৩ (অপরাধমূলক ভীতিপ্রদর্শন) অধীনে শাস্তি যোগ্য অপরাধ এবং আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ ও আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদেরও পরিপন্থী। তাই অনলাইন সহিংসতা প্রতিরোধে আইন এবং আইনী প্রতিকার সম্পর্কে নারী, শিশু ও তরুণদের সচেতন করার জন্য সচেতনতামূলক কর্মশালা, ক্যাম্পেইন এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা এখন সময়ের দাবী।

আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন:

ব্লাস্ট লিগ্যাল এইড হেল্পলাইন: **০১৭১৫ ২২০২২০**

জাতীয় জরুরী সেবা পেতে হটলাইন: **৯৯৯**

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার হটলাইন: **১০৯**

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা হটলাইন: **১৬৪৩০**

শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে হটলাইন: **১০৯৮**

কারখানা ও স্থাপনা পরিদর্শন বিভাগ হেল্পলাইন: **১৬৩৫৭**

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এন.এইচ.আর.সি): **১৬১০৮**

জাতীয় তথ্য পরিষেবা: **৩৩৩**

সিআইডি সাইবার ক্রাইমস হেল্পলাইন: **০১৩২০০১০১৪৮**

ডিএমপি সাইবার ক্রাইমস হেল্পলাইন: **০১৩২০০৪৬৫০০**

ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টার: **০১৩২০০৪২০৫৫**

জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন এর হেল্পলাইন: **১৬০০০**